হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 3, Issue No. 5, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, September 2013

নেতা এবং বিদ্বান মানুষদের মধ্যে এমন একজন মেরুদন্ডী প্রাণী নেই যিনি বলতে পারেন যে জিন্নার অন্তিম ইচ্ছাকে সম্মান দিয়ে লোক বিনিময় করে নাও। চিরদিনের জন্য ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হয়ে যাক। — শিবপ্রসাদ রায়।

শতবর্ষে গোপাল মুখার্জী-কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

হিন্দু সংহতির প্রতিরোধ দিবস পালন

শ্রী গোপাল মুখার্জীর শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় ভাষণরত সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ

প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার সূচনা করছেন সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ

গত ১৬ই আগস্ট বাঙালি বীর শ্রী গোপাল মুখার্জীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে 'প্রতিরোধ দিবস' উদ্‌যাপন হয়ে গেল মহাজাতি সদনে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে তৎকালীন বাংলার ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবিতে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ঘোষণা করে। আপামর হিন্দু মনে করে এ বুঝি মুসলিম লীগের ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন নতুন আন্দোলন। কিন্তু ১৬ তারিখ সকাল হতেই মুসলিম লীগের তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দীর নির্দেশে মুসলিম দুষ্কৃতিরা ঝাঁপিয়ে পড়ল হিন্দুদের উপর। অতর্কিত এই আক্রমণে হিন্দুরা হতভম্ব। পাড়ায় পাড়ায় চলতে লাগলো ভয়ঙ্কর হত্যালীলা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ। কত মা-বোনের ইজ্জত গেল মুসলিম দুষ্কৃতিদের হাতে। প্রথম তিন দিনে মুসলমানরা কচুকাটা করলো হিন্দুদের। শিয়ালদহ অঞ্চলের বুদ্ধ ওস্তাগার লেনের একই বাড়ির ৩৭ জনকে (যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নাবালক ছিল) হত্যা করলো মুসলিম দুষ্কৃতিরা। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ধীরে ধীরে হিন্দুরা প্রতিরোধের রাস্তায় ফিরে এল। শ্রদ্ধেয় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টায় এই কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন বঙ্গবীর গোপাল মুখার্জী। তাঁর তীব্র প্রতিরোধের সামনে মুসলমানরা পিছু হটতে লাগলো। আতঙ্কিত সুরাবর্দী গান্ধী-নেহেরুর কাছে রক্ষা করার দরবার করলো। সেদিন কলকাতাকে পাকিস্তান হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন গোপাল মুখার্জী। বাঙালি হিন্দুর জীবন, সম্পত্তি ও বাঙালি মা-বোনের সম্মান রক্ষা করেছিলেন তিনি। এই বঙ্গবীর-এর প্রতি তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করলো হিন্দু সংহতি।

সভার শুরুতেই শ্রদ্ধেয় গোপাল মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ, প্রধান অতিথি অধ্যাপক ডঃ শরদিন্দু মুখার্জী, স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, হিন্দু সংহতির রাজ্য সম্পাদক সমীর গুহরায় ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ।

সেদিন কলকাতায় ঠিক কি ঘটেছিল, তা সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরতে সংহতির পক্ষ থেকে একটি ভিডিও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। নারকীয় হত্যালীলার সেইসব দৃশ্য আজকের মানুষকেও আতঙ্কিত করে তুলেছিল। সেই সঙ্গে গোপালবাবু কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা তাঁর নিজের কণ্ঠের রেকর্ড করা বিবৃতিতে সকলে রোমাঞ্চিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও সেক্যুলার ভারতে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের দৃশ্যটা যে কিছুমাত্র বদলায় নি তা প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার রূপনগর-তারানগর, ক্যানিং-এর নলিয়াখালি, উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। হিন্দু সংহতি দিকে দিকে এরই বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। তাই বঙ্গজননীর বীরপুত্র গোপাল মুখার্জীর প্রতিরোধকে সামনে রেখে এগিয়ে চলার শপথ নিয়েছে হিন্দু সংহতি।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মঞ্চে হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী শরদিন্দু মুখার্জী

শেষাংশ ২ পাতায়

রাজবাড়িতে মুসলিম দুষ্কৃতিদের তাণ্ডব

উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালি থানার রাজবাড়ি মৌজার হাটগাছি গ্রামে আদিবাসী হিন্দুদের বাস। গ্রামের সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি পুকুর এবং পুকুর সংলগ্ন একটি কালী মন্দির আছে। ঐ পুকুরের জলে মন্দিরে পূজার কাজ হয়। কিছুদিন আগে পুকুর সংলগ্ন জমি মুসলমানরা দখল করার চেষ্টা করে। তারা পুকুরের বেশ কিছু অংশ ঘিরে দোকান করার জন্য লোহার রড পুঁতে দোকান তৈরির কাজ শুরু করে। মুসলমানদের এই অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করে হিন্দুরা। তারা থানায় রিপোর্ট করে এবং কোর্টেও এর বিরুদ্ধে কেস দায়ের করে। পুলিশ এসে মুসলমানদের বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে জায়গাটি ঐ অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে মুসলমানরা। অনেকবার বারণ করেও কোন ফল হয়নি। গত ৩১শে আগস্ট স্থানীয় হিন্দু মেয়েরা পুকুর সংলগ্ন কালীমন্দিরে পূজা দিতে গেলে মুসলমানরা তাদের উপর হামলা করে।

ঘটনার সূত্রপাত বিকাল ৩টার সময়। কালীপূজা উপলক্ষে এলাকার মেয়েরা কালীমন্দিরে জড়ো হয় এবং পুকুরের জলকে পবিত্র করতে পুকুরের ঘাটে দুটি অস্থায়ী

শেষাংশ ৪ পাতায়

অবৈধ ইমাম-ভাতা বন্ধের রায় দিল হাইকোর্ট

অবশেষে ইমাম ভাতা অবৈধ বলে রায় দিল হাইকোর্ট। রাজ্য সরকার ইমামদের জন্য ভাতা ঘোষণার পর থেকেই বিষয়টি বিতর্কিত হয়ে দাঁড়ায়। শুধু একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম সংক্রান্ত কাজ করেন যারা তাদেরকে সরকার থেকে ভাতা দেওয়া যায় কিনা তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে থাকে। ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে মুখ না খুললেও সামাজিক সংগঠনগুলি এর তীব্র প্রতিবাদ করে। এই অবৈধ ইমাম ভাতা বাতিল করার জন্য জনস্বার্থে হাইকোর্টে একটি মামলাও করা হয়। শেষ পর্যন্ত ইমামদের ভাতা দেওয়ার রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে সোমবার (২রা সেপ্টেম্বর) খারিজ করে দিল হাইকোর্ট।

দেড় বছর আগে রাজ্য সরকার ইমামদের জন্য ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। বলা হয়, মাসে আড়াই হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হবে। সাধারণ মানুষের করে প্রদেয় এই ইমাম ভাতা শুধু অবৈধই নয়, অনৈতিক বলেও মনে করেছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। যে কারণেই এর বিরুদ্ধে জনস্বার্থে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় সরকারের তরফে দাবি করা হয়, সংবিধানের ২৮২ ধারা অনুযায়ী জনস্বার্থেই ইমামদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে। বিচারপতি প্রণব চট্টোপাধ্যায় ও বিচারপতি মুরারিপ্রসাদ শ্রীবাস্তবের ডিভিশন বেঞ্চ সরকারের যুক্তি খারিজ করে জানিয়ে দিয়েছে, এর সঙ্গে জনস্বার্থের কোন যোগ নেই। মোয়াজ্জিনদের মাসিক দেড় হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু এই বিষয়ে বেঞ্চের বক্তব্য যে মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত হলেও কোন সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। তাই এটিও অবৈধ বলে বাতিল হয়ে যায়। রায় ঘোষণার পর সরকারের তরফে স্থগিতাদেশ চাওয়া হলেও আদালত তা মানতে রাজি হয়নি। তারা বলেছে, নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

আদালতের এই নির্দেশ মেনে এখনই যে ইমাম ভাতা বন্ধ করা হবে না মহাকরণ সূত্রে এমনই ইঙ্গিত মিলেছে। কিন্তু কোর্টের নির্দেশকে অমান্য করে ইমাম ভাতা চালিয়ে যাওয়ার কারণটা রাজ্যবাসীর কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ককে অটুট রাখার জন্যই যে এই তোষণ, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। রাজ্য সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপ, যেমন মুসলমানদের জন্য আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হজ হাউসের জন্য জমি ও অর্থ মঞ্জুর, মুসলিম মহিলাদের জন্য আলাদা কলেজ স্থাপন, মুসলিম বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য চাকরীতে সংরক্ষণ, এ সবই সংখ্যালঘু ভোট ক্রয়ের যোজনা। এখন প্রশ্ন জাগে মুসলমানদের জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা কেন? প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন সবধর্মের মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করেন, তখন ওদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা কেন? প্রচলিত

শেষাংশ ২ পাতায়

আমাদের কথা

আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যত কী?

পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যত কী? আজাদ কাশ্মীরের মতো আজাদ বাংলা? নাকি বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত একটা অঞ্চল? ব্যাপারটা কল্পনা করতে একটু কষ্ট হচ্ছে? নাকি নেহেরুর মতো ভাবছেন ফ্যানটাস্টিক ননসেন্স (Fantastic nonsense)? মুর্শিদাবাদে যান, মালদার কালিয়াচকে যান, স্থানীয় হিন্দুদের সাথে কথা বলুন। আগামীদিনের বাংলার একটা প্রিভিউ চিত্র দেখতে পাবেন। শুধু মালদা, মুর্শিদাবাদ কেন, নদিয়া, ২৪ পরগণা, উত্তর দিনাজপুর, এমন কি বীরভূমে যান—সর্বত্রই একই চিত্র দেখতে পাবেন। দেখতে পাবেন মুসলিম আগ্রাসনে কিভাবে ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের গণ চরিত্রটা বদলে যাচ্ছে। আজ নিজভূমে পরবাসীর মতো বাঙালী হিন্দু বাস করছে। একের পর এক এলাকা দখল হয়ে যাচ্ছে। আতঙ্কিত বাঙালী হিন্দু ঘরবাড়ি ছেড়ে কখনও বা বেচে দিয়ে পালাচ্ছে। জীবন ও সম্পত্তির স্থায়িত্ব আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। লাভ জেহাদের মধ্য দিয়ে হিন্দু বাঙালী ঘরের মেয়েরা হারিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এই ছবিটাই দেশবিভাগের প্রাক্কালে বাংলায় তৈরি হয়েছিল। মুসলিম জেহাদি আগ্রাসনে বাংলার হিন্দুর জনজীবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। আবারও সেই সংকট সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে। গ্রামের দরিদ্র সাধারণ হিন্দুদের উপর অত্যাচার আজ নিত্য ঘটনায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর ঐসব দুষ্কৃতির দল ভালো করেই জানে ঝি মেরে বউ শাসনের মতো গরীব হিন্দুদের গ্রামছাড়া করতে পারলেই বাবুর দল মুখে কুলুপ এঁটে মুসলমানদের কাছে জমি-বাড়ি বেচে পালিয়ে যাবে শহরে। না পালিয়ে যে তাদের কোন রাস্তা নেই। কে বাঁচাবে তাদের? পুলিশ? যাদের হাতে চুড়ি, মাথায় ঘোমটা পরিয়ে খেমটা নাচাচ্ছে রাজনৈতিক নেতারা। যারা শুধু অসহায় হিন্দু হগ্রামবাসীর উপর আস্ফালন দেখায় আর মুসলিম দুষ্কৃতি দেখলে কেঁচো হয়ে গর্তে ঢুকে পড়ে। এইভাবেই দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাট প্রায় হিন্দু শূন্য হতে বসেছে। এভাবেই কুলপিতে পুলিশ কোয়ার্টারে ঢুকে পুলিশের পরিবারের শ্লীলতাহানি করেছে দুষ্কৃতি আর পুলিশ অসহায়ের মতো তা দেখেছে। যারা তাদেরই বিভাগের পদস্থ অফিসার ডি.সি. বিনোদ মেহেতা, তাপস চৌধুরীকে মুসলিম দুষ্কৃতির হাত থকে বাঁচাতে পারে না, তাদের ক্ষমতা আছে অসহায় হিন্দুদের বাঁচানো? তবে কে বাঁচাবে? এম এল এ? এম.পি.? সরকার? যাদের নিজেদের বাঁচা-মরা নির্ভর করে সংখ্যালঘু ভোটের উপর, তারা বাঁচাবে অসহায় হিন্দুদের—ভোটব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে গিয়ে? এ যে নেহেরুর চেয়েও বড় Fantastic nonsense.

তাহলে বাংলার হিন্দুর এখন করণীয়? যতদিন সম্ভব বলির পাঁঠার মতো অপরের দয়ায় বেঁচে থাকা, নাকি নিজের এবং পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যত নিজের হাতে তৈরি করা? পূর্ব বাংলার হিন্দুদের মতো আবার উদ্বাস্তু হয়ে কলঙ্ক চিহ্ন মাথায় নিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া, নাকি লড়াইয়ের ময়দানে জেহাদী শক্তিকে উপযুক্ত জবাব দিয়ে নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা।

বাংলার আকাশে আজ ঘোর ঘন দুর্যোগ, অশনি সংকেত? অতএব বাঙালী হিন্দু সাবধান। ইতিহাস থেকে আমাদের আজ শিক্ষা নিতে হবে। যদি বাংলাকে বাঁচাতে হয় এবং নিজেদের সম্মানের সাথে বাঁচতে হয়, তবেলড়াই করতে হবে। বলিদান দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে মানবপ্রেমের গান গাওয়া যেমন আত্মঘাতী, ঠিক তেমনি আজকের এই সংকটজনক সময়ে ধর্ম নিরপেক্ষতার বুলি আওড়ানো চরম অপরাধ। সেদিনও বাঙালী হিন্দু ধর্মনিরপেক্ষতাকে বড় করে দেখতে গিয়ে চরম মূল্য দিয়েছে। ইতিহাসকে ভুলে যেও না। যারা ইতিহাস ভুলে যায়, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করে না।

নিমপীঠে হিন্দু গৃহবধূ আক্রান্ত

প্রতিবাদ-প্রতিরোধে উত্তাল জয়নগর

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার অন্তর্গত নিমপীঠ গ্রামে ৯ আগষ্ট রাত সাড়ে আটটার সময় গৃহবধূ মানু নস্কর (স্বামী কার্তিক নস্কর) নিমপীঠ বাজার থেকে ফিরছিলেন, যেখানে তাদের একটি কাপড়ের দোকান আছে। যখন মানু নিমপীঠের রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কাছে পৌঁছয়। তখন দেখে তিনটি মুসলিম ছেলে পিছন থেকে তাকে মোটরবাইকে অনুসরণ করছে। মোটরবাইকের একটি ছেলে মানুর শাড়ি ধরে টানাটানি করে তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। এরপর ঐ তিন দুষ্কৃতি বাইক নিয়ে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে বাইক থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে মানুর দিকে আসতে থাকে। বিপদ বুঝে গৃহবধূ মানু নস্কর নিমপীঠ অঞ্চলের হিন্দু সংহতির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী কৃপাসিন্ধু হালদারকে ফোন করে। কৃপাসিন্ধু খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে কিছু ছেলেকে নিয়ে ছুটে যায়। গিয়ে দেখে তিনজন ছেলে মানু নস্করকে ঘিরে রেখেছে এবং অসহায় মানু কি করবে তা বুঝে উঠতে পারছে না। কৃপা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মানু নস্করকে দুষ্কৃতিদের মধ্য থেকে উদ্ধার করে দলীয় কর্মীদের কাছে তাকে রেখে নিকটবর্তী পুলিশ ক্যাম্পে যায় এবং সেখানে অবস্থিত তিনজন র‍্যাফকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। র‍্যাফ দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে দুজন কালপ্রিটকে ধরে ফেলে এবং বেধড়ক পেটায়। তারপর তাদেরকে জয়নগর থানায় নিয়ে গিয়ে লকআপে ঢুকিয়ে দেয়। রাত্রি ১১টার সময় এই সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়। ইতিমধ্যে এই অভিযোগকে রোখার জন্য আশপাশের পুরকায়েত পাড়া, মিস্ত্রিপাড়া ও হাপুরে পাড়া থেকে প্রায় ১৫০ জন মুসলিম থানার সামনে জড় হয় এবং কৃপাসহ উপস্থিত হিন্দুদের তারা আক্রমণ করে। হিন্দুরা একত্রিতভাবে ভয়ঙ্কর প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং মুসলিম আক্রমণকারীদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। উভয়পক্ষের মারামারিতে মার খেয়ে মুসলিমরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। দুইজন মুসলিম যুবক দারুণভাবে আহত হয়ে ঘটনাস্থলে অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাদের নিমপীঠ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাকে জয়নগর সত্যজিৎ নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সে সেখানেই ভর্তি আছে। ঘটনার পরদিন আবুল বাসার মোল্লা (তৃণমূল লোকাল মাইনরিটি সেলের লিডার) ও ঘটোৎকচ হালদার (লোকাল ব্লকের মেম্বার) তাদের ব্যক্তিগত জামিনে মুসলিম দুষ্কৃতি দুজনকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

সোস্যাল্ মিডিয়া ফ্রেন্ডস্ মিট্, কলকাতা

গত ২৫শে আগষ্ট, রবিবার কলকাতার ফাইন আর্টস' একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হল হিন্দু সংহতির ইন্টারনেট বন্ধুদের সম্মেলন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ৬২ জন বন্ধু এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংহতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী তপন ঘোষের প্রেরণাদায়ী কর্মজীবন তথা সংহতির বিভিন্ন আন্দোলন এবং কার্যক্রমের উপর আধারিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। সংহতির মূলমন্ত্র হিন্দু মানবাধিকার রক্ষার এই প্রয়াসকে বাংলার মাটিতে বাস্তবায়িত করার জন্য আবশ্যক বিভিন্ন কর্মপন্থার বিষয়ে উপস্থিত প্রতিনিধিরা নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। শ্রী ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বলেন যে বিগত দিনে বাংলার হিন্দুদের মানবাধিকার বার বার পদদলিত হয়েছে। সমাজের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হিন্দু সমাজের সামনে আগত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বাংলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার এই জেহাদী চ্যালেঞ্জের যোগ্য জবাব দিতে হলে সাহসী যুবকদের হাতে সমাজের নেতৃত্ব অর্পণ করতে হবে। হিন্দু

সমাজের পিছিয়ে পড়া বর্গের বন্ধুরা সমাজের সুরক্ষার লড়াইয়ে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলায় তাঁদের নেতৃত্বকে স্বীকার করাই আজ সময়ের দাবী। তিনি বলেন হিন্দু সমাজকে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার মায়াজালে বেঁধে রেখে চলেছে নির্লজ্জ সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার করে এই মায়াজালকে ছিন্নভিন্ন করে মানুষের সামনে সত্যকে তুলে ধরার জন্য তিনি উপস্থিত প্রতিনিধিদের আহ্বান জানান।

১ম পাতার শেষাংশ

অবৈধ ইমাম-ভাতা বন্ধের রায় দিল হাইকোর্ট

শিক্ষা গ্রহণে ওদের অসুবিধা কোথায়? এতে কি ভারতীয় মূলস্রোত থেকে ওদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে না? হিন্দু-মুসলমান ঐক্যর কথা বলা হয়, এতে কি ঐক্য সুদৃঢ় হবে? বধির হয়ে যাওয়া রাজ্য সরকারের কানে কি এই প্রশ্নগুলো পৌঁছাবে? মনে হয় না। কায়েমী স্বার্থে ও সংখ্যালঘু তোষণে মত্ত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক দল (শুধু বর্তমান সরকারকে দোষারোপ করা ঠিক নয়)। তাই হাতের ছক্কাটা সরকার পরিচালনকারী দল কিছুতেই অন্যদের হাতে তুলে দিতে রাজি নয়। ইমাম ভাতা বন্ধের নির্দেশ কোর্ট দিলেও বিকল্প উপায়ে কিভাবে ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের কাছে ভাতা পৌঁছে দেওয়া যাবে, তার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সরকার শুরু করে দিয়েছে।

১ম পাতার শেষাংশ

প্রতিরোধ দিবস পালন

এবং বেলডাঙা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ সন্ন্যাসী পরম পূজ্য স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, অধ্যাপক শ্রী শরদিন্দু বাবু তাঁর বক্তব্যে সামগ্রিক ইসলামিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখান যে যবে থেকে ভারতে ইসলামের আবির্ভাব তবে থেকে ভারতের দুর্দিন শুরু হয়েছে। পাঠান-মোগলরা কোনদিনই ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারেনি। তারা এসেছিল লুঠেরার বেশে। এ দেশকে লুণ্ঠন করে, জোর করে এ দেশের হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে নিজেদের আস্ফালন দেখিয়েছে। তাদের সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে। স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী ইসলামের স্বরূপ সকলের সামনে স্পষ্টভাষায় তুলে ধরে হিন্দুদেরকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন। তিনি বলেন ১৯৪৬ সালে হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিম বাংলাকে পাকিস্তানে পরিণত করতে পারেনি মুসলমানেরা, সেই চেষ্টা আজও চলছে। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পশ্চিমবাংলার গণচরিত্রটা তারা বদলে দিতে চাইছে। লাভ জেহাদ, দাঙ্গা সৃষ্টি করে অঞ্চল দখলের ঘটনা অহরহ ঘটছে। তাই হিন্দুদের সতর্ক হতে হবে, সচেতন হতে হবে। বিবাহিত মহিলাদের আর একটি করে বাচ্চা নিয়ে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করতে ঘরে ঘরে প্রস্তুতি নিতে হবে। তবেই আমরা আমাদের এই বাঙলাকে বাঁচাতে পারবো। নইলে হিন্দু বাঙালিকে আর একবার উদ্বাস্তু হতে হবে।

সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ সমস্ত হিন্দু যুবকদের প্রতিবাদে প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে বলেন। দিকে দিকে মুসলমানদের অত্যাচার বেড়ে চলেছে অথচ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। রাজনৈতিক দলগুলো ভোটের লোভে মুসলিমদের পদলেহন করছে। এই অবস্থায় শক্ত হিন্দু প্রতিরোধ ছাড়া হিন্দুদের বাঁচার কোন রাস্তা নেই। তিনি আরও বলেন ১৯৪৬ সালে হিন্দুর মান-সম্মান রক্ষার্থে যেমনভাবে গোপাল মুখার্জী এগিয়ে এসেছিলেন, তেমনভাবে আজকের যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। গোপাল মুখার্জীর লড়াই করার মানসিকতা নিয়ে ঘরে ঘরে গোপাল মুখার্জী গড়ে তুলতে হবে। যেখানেই অন্যায় সেখানেই প্রতিবাদের লড়াই ছড়িয়ে দিতে হবে। কলকাতার তালতলায় হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলিম আগ্রাসনের কথা তুলে তিনি শহরবাসীকে সাবধান করে বলেন, কলকাতাবাসীরও নিশ্চিন্তে ঘুমানোর দিন শেষ হয়ে এসেছে। তালতলা প্রতিবাদের, প্রতিরোধের পথে হেঁটেছে, আর সকলকেও প্রতিবাদে সামিল হতে হবে। নইলে হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোও ধীরে ধীরে পার্ক সার্কাস,

মেটিয়াব্রুজ, একবালপুরের মতো আধা পাকিস্তানে পরিণত হবে। সংহতি সভাপতির বক্তব্য সভাকক্ষে উপস্থিত সকলের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

শ্রদ্ধেয় গোপাল মুখার্জীর পক্ষ থেকে তাঁর দৌহিত্র শান্তনু মুখার্জী ও অন্যান্য আত্মীয়রা সভায় উপস্থিত ছিলেন। পুষ্প দিয়ে তাঁরা তাঁদের বাঙালি রক্ষক বীর দাদুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। গোপালবাবুর দৌহিত্র শ্রী শান্তনু মুখার্জী সংক্ষেপে তার দাদুর স্মৃতিচারণা করেন।

বিকর্ণ নস্করের সঞ্চালনায় সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। বিকর্ণ নস্কর, সুজিত মাইতি, দেবদত্ত মাজী ও কার্তিক দত্তের ব্যবস্থাপনায় মঞ্চ ও অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল দেখবার মতো।

সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল

তপন কুমার ঘোষ

আমাদের দেশের রাজনীতিবিদ্‌রা যেমন নির্লজ্জ দুকান কাটা, আমাদের প্রশাসন ও পুলিশ অফিসাররাও সেরকমই হয়ে গিয়েছেন। যখনই শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত কোন অপরাধী ধরা পড়ে, তখন বিরোধীরা তার কঠোর শাস্তির দাবী করেন, আর শাসক দলের নেতা মন্ত্রীরা বিবৃতি দেন—আইন আইনের পথেই চলবে, Law will take its own course। সাধারণ মানুষ বুঝে

মে ২০১২, জয়নগর থানার অন্তর্গত রূপনগর-তারানগর গ্রাম

যায়, আইনের ফাঁক খুঁজে অপরাধীকে বাঁচিয়ে দেওয়া হবে। তাই যুক্তফ্রন্টের আমলে বর্ধমানের সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের শস্তি হয়নি, সিপিএম আমলে ধানতলা, বানতলা, দেগঙ্গার অপরাধীদের শাস্তি হয়নি। আর তৃণমূল আমলেও বারাসাত কামদুনি, নলিয়াখালি, গার্ডেনরীচ নৃশংস অপরাধেরও শাস্তি হবে না। রাজনৈতিক দল ও শাসকদল তাদের দলভুক্ত অপরাধীদের বাঁচাবে এবং জনসাধারণকে ধোঁকা দিতে সবরকম ছলনা ও মিথ্যার আশ্রয় নেবে—এটাতে সাধারণ মানুষ অভ্যস্ত। কিন্তু যখন দেখা যায় যে আই পি এস পাস করা পুলিশ অফিসাররাও এই ধরণের কথা বলেন, তখন সাধারণ মানুষের আর কোন আশার জায়গা অবশিষ্ট থাকে না। আর আমার মনে হয়, এরা নিজেদের ওপরওয়ালাদেরকে শুধু 'স্যার, স্যার' করতে করতে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন। কোথায় কী বলতে হয়, সেই বোধটুকুও আর এদের বাকী নেই।

পশ্চিমবঙ্গ দাঙ্গার রাজ্য। কেউ জানুন বা না জানুন, মানুন বা না মানুন—এটাই সত্য। তাই শান্তিরক্ষা করাটাই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ প্রশাসনের সবথেকে বড় কাজ, বড় চ্যালেঞ্জ। সুতরাং, কোথাও কোন ঘটনা ঘটলে, কোন সংঘর্ষ হলে, কোন দাঙ্গা হলে—কে প্রকৃত দোষী খুঁজে বের করা, তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে ঠিকমত মামলা সাজানো, তথ্যপ্রমাণ যোগাড় করা, সঠিক সাক্ষী সংগ্রহ করা—এসবগুলি আমাদের রাজ্যের পুলিশের কাছে একেবারেই গৌণ। তাদের মুখ্য কাজ হল কোনরকমে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা। এরাজ্যে সংঘর্ষ ও দাঙ্গার পরিমাণ এত বেশি যে উপরওয়ালারা পুলিশের কাছে ওটুকুই মাত্র আশা করে। একটিমাত্র বাক্য উপরওয়ালাদের কানে মধুবর্ষণ করে। তা হল—Situation is under control। অর্থাৎ, গণ্ডগোলটা থেমেছে কিনা বলো। থেমেছে তো? যাক্, নিশ্চিন্ত! এইবার পার্টি মিটিংয়ে যেতে পারব, ম্যায়ফিলের আসরে যেতে পারব। গণ্ডগোলটা কে করল, কারা করল, কেন করল, কারা মরল, কাদের বাড়ি লুট হল, কাদের গ্রামে আগুন ধরানো হল—এগুলো গৌণ। শুধু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে (situation control) নিয়ে এস।

কোথাও কোন গণ্ডগোল সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। থানায় খবর গেল। পুলিশের প্রথম মনোভাব হচ্ছে—গণ্ডগোলটা থেমে যাক তারপর যাব। কিন্তু যদি না থামে, তাহলে? তাহলে র‍্যাফ (RAF) ডেকে আন। র‍্যাফের জওয়ানরা কমব্যাট ইউনিফর্ম পড়ে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করবে। যারা দাঙ্গা করছে, তারা ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়বে। ব্যাস, Situation under control. তারপর শাসকদলের নেতাদের ফোন আসবে কাকে কাকে অথবা কাদেরকে ধরতে হবে। সেইমত গ্রামে ঢুকে বাড়ি বাড়ি রেড করে ধরে আনা হবে। যদি তাকে বাড়িতে না পাওয়া যায় তাহলে পরিশ্রম বাড়বে। সেই রাগে ওইসব বাড়িতে মহিলাদেরকে অকথ্য গালিগালাজ করা, বাড়ির বিছানা ও জিনিসপত্র ভাঙচুর করা, লাঠির গোঁত্তা মারা, এমনকি মহিলাদের গায়ে হাত দেওয়া—এই পর্যায়ে নেমে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের সংস্কৃতি। গ্রামের মানুষ অসহায় হয়ে পুলিশের এই অত্যাচার সহ্য করবে, (মুসলমানরা করে না), কোন প্রতিবাদ করবে না—এটাই হয়ে গেছে এরাজ্যের পরিস্থিতি।

এই পুলিশরা তাদের উপরওয়ালাদেরকে Situation is under control বলতে বলতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে কাকে কোন অবস্থায় একথা বলতে হয় সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। আমরা পুলিশের উপরওয়ালা নই। কোন জায়গায় কোন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আমরা যখন সম্বন্ধিত পুলিশ অফিসারদের কাছে ঘটনাটা জানতে চাই, তাদের প্রথম উত্তর—Situation is under control। এই কথা শুনে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে যায়। মনের মধ্যে ওই পুলিশ অফিসারের সম্বন্ধে গালাগালি বেরিয়ে আসে। গালাগালি দিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়—সিচুয়েশন তোমার কন্ট্রোলে তো আমরা কী? সিচুয়েশন কন্ট্রোলে এনে তুমি তো তোমার উপরওয়ালাদের সন্তুষ্ট করে দিয়েছ। কিন্তু তার আগে তো হিন্দুর পাড়া কে পাড়া, গ্রাম কে গ্রাম জ্বলে গেছে। বাড়ি, দোকান, বাজার লুট হয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গেছে, বাড়ি ঘরদোর ভাঙচুর হয়ে তছনছ হয়ে গেছে, হিন্দুর হাত-পা ভেঙেছে, মাথা ফেটেছে, গুলি লেগেছে, হিন্দু মহিলাদের শ্লীলতাহানি হয়ে গিয়েছে, ধর্ষণ হয়েছে। এইসব মহৎ কাজ সারা হওয়ার পর হিন্দুরা যখন কোনরকমে একজোট হয়ে প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে, রাস্তা অবরোধ করার চেষ্টা করছে, তখন তোমার র‍্যাফ বাহিনী এসে হিন্দুদেরকে তাড়া করে ঘর ঢুকিয়ে বিক্রম দেখাচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক। Situation is under control। উপরওয়ালারা খুশ। কিন্তু আমি কী করে খুশী হই তোমার ওই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে?

যার বাড়ি ভাঙচুর হয়ে সর্বস্ব লুট হয়ে গেল, সে বুক চাপড়ে হাহাকার করছে, যে হিন্দু রমণীর শ্লীলতাহানি হল, সে অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করছে, বৃদ্ধরা ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কপালে হাত দিয়ে বসে আছে, শিশুরা এক অচেনা দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর যুবকরা ব্যস্ত যারা আহত হয়েছে তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। থানায় যাওয়ার সাহস কারো নেই। কারণ, কোন থানা শওকত মোল্লার খাস দরবার, কোন থানা শেখ ইসমাইলের গৃহভৃত্য, কোন থানা শাজাহান শেখ, শাজাহান গাজীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। এছাড়াও মহান পুলিশ ওই আক্রান্ত গ্রামটিকে পরম দাপটে ঘিরে রেখেছে। কেন কেউ জানে না। কিন্তু কেউ গ্রামে ঢুকতে বেরোতে পারছে না। গ্রামের কেউ থানায় যেতে পারছে না। এমনকি আহতদের নিয়ে হাসপাতালেও যেতে পারছে না। Situation is under control।

১৯শে ফেব্রুয়ারী ২০১৩। সকালবেলা। ডজন ডজন ট্রাক যাচ্ছে সুদূর কলকাতা থেকে ক্যানিংয়ের দিকে। পার্ক সার্কাস, মেটেবুরুজ, খিদিরপুর, রাজাবাজার, মল্লিকপুর থেকে ট্রাক ভর্তি করে হাতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মুসলিমরা যাচ্ছে। তাদের গন্তব্যস্থল হেড়োভাঙ্গা নলিয়াখালি। এক মৌলবী খুনের বদলা নিতে যাচ্ছে তারা। তার পূর্ব রাতেই রাত্রি দেড়টায় খুন হয়েছেন সেই মৌলবী রহুল কুদ্দুস। তাঁর সঙ্গে ছিল ১১ লাখ টাকা। কিসের টাকা কেউ জানে না। কে খুন করল, কেন খুন করল কেউ জানে না, মৌলবীর মোটরবাইকে সঙ্গে একজন ছিল। সে পালিয়ে গেল, কাউকে খবর দিল না যে মৌলবীর উপর হামলা হয়েছে। ভোরের বাসের কণ্ডাক্টর প্রথম মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দিল। স্থানীয় মুসলিমদের বাধা ঠেলে পুলিশ কোনরকমে মৌলবী রহুল কুদ্দুসের লাশ তুলে নিয়ে যেতে পেরেছে। তারা তদন্ত শুরুই করতে পারেনি। স্থানীয়

ফেব্রুয়ারী ২০১৩, ক্যানিং-এর নলিয়াখালি গ্রাম

স্কুলের এক প্রধান শিক্ষক সভা করে মুসলিমদেরকে উত্তেজিত করছেন। কলকাতা থেকে অন্ততঃ ৫-৬টি থানার এলাকা পেরিয়ে ট্রাকের পর ট্রাক-ম্যাটাডোরে হাজার হাজার সশস্ত্র মুসলিম নলিয়াখালির দিকে যাচ্ছে বদলা নিতে মৌলবী খুনের। অন্ততঃ ১০০ লরি। কোন থানা তাদেরকে বাধা দিল না। রাইটার্স ও ভবানীভবনে বসে থাকা পুলিশের কোন বড়কর্তা ভ্রূক্ষেপ করলেন না। আশপাশের থানা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ বা র‍্যাফ ওখানে আনা হল না। প্রতিশোধকামী বহিরাগত মুসলিম জনতাকে আটকানোর কোন চেষ্টাই করল না পুলিশ। সেই situation-টা control-এ ছিল বলা যাবে কিনা—তার উত্তর পুলিশের বড়কর্তারা কোনদিনই দেবেন না।

তারপর শুরু হল লুট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ। এমনকি পুলিশের জিপ থেকে ডিজেল বের করে নিয়ে আগুন ধরানো হতে লাগল একের পর এক হিন্দু বাড়ি, হিন্দু পাড়া, হিন্দু গ্রাম। নলিয়াখালি, হেড়োভাঙা, গোপালপুর ও গোলাডহরা—চারটি গ্রামের ২০০ হিন্দু বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। হাজার হাজার উন্মত্ত আক্রমণকারীকে দেখে হিন্দু গ্রামবাসীরা প্রাণ বাঁচাতে ও মহিলাদের ইজ্জত বাঁচাতে নদীর ধারে পালিয়ে গেল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল সবকিছু। খড়ের চাল, ধানের গোলা, ধান-চালের বস্তা, তাদের সারা বছরের খাবার, জামাকাপড়, আসবাব পত্র, গাড়ি, মোটরবাইক—সব। হিন্দুরা পালিয়ে গিয়েছে, পুলিশ কোন বাধা দিচ্ছে না। মুসলিমরা বিনা বাধায় সবকিছু করে যাচ্ছে। এটাকে situation under control বলা যাবে কি না—পুলিশ সাহেবরা জবাব দেবেন কি?

তার পাঁচদিন পর ২৪শে ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতির টিম যখন ত্রাণসামগ্রী নিয়ে ওই গ্রামে পৌঁছাল, তখন পুলিশের হম্বিতম্বি—আপনারা অনুমতি নিয়ে এসেছেন? আমাদের টিম যখন মিচকে শয়তান পুলিশগুলোর মুখের উপর বলল, ১৯ তারিখে ২০ হাজার মুসলমান কোন্ সাহেবের অনুমতি নিয়ে হিন্দু গ্রাম আক্রমণ করতে এসেছিল, তখন পুলিশগুলো চুপসে গেল। তবে চুপসে গেলেও তাদের কোন দুশ্চিন্তা নেই। টেনশন নেই। কারণ নিগৃহীত, অত্যাচারিত, অপমানিত, বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা কোন গ্রাম পোড়াবে না, পুলিশের উপর হামলা করবে না। চিৎকার চেঁচামেচি একটু বাড়ালে র‍্যাফ লাঠি ও বন্দুক উঁচিয়ে তাড়া করলেই সব শান্ত। Situation under control। শত শত হিন্দুর ঘরবাড়ি পুড়ে গেল, লুট হয়ে গেল, সবই control-এর মধ্যে।

এই ঘটনা শুধু নলিয়াখালি নয়। গত ৫ বছরে পরিবর্তনের আগে ও পরে, অন্ততঃ এক ডজন এইরকম ঘটনা আমার মস্তিষ্কে ও আমার অফিসে ফাইলবদ্ধ হয়ে আছে। ১১ মার্চ ২০০৮ হাওড়া জেলার পাঁচলা বাজার, ২২ জুন ২০০৯ জয়নগর থানার পশ্চিম গাববেড়িয়া, ১০ জুলাই ২০০৯ মুর্শিদাবাদের ঝাউবোনা গ্রাম, ৯ আগষ্ট ২০০৯ হাওড়ার আমতা থানার নোরিট গ্রাম, ২৮ মার্চ ২০১০ নদীয়া হরিণঘাটা থানার পাগলাতলা, ২২ এপ্রিল ২০১০ বীরভূম মহম্মদ বাজার থানার পাচামি ও আরও ৫টি গ্রাম, ১৪ জুলাই ২০১০ ডায়মন্ডহারবারের দলনঘাটা, ৬-৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ দেগঙ্গা, ১৪মে ২০১২ জয়নগর থানার রূপনগর-তারানগর গ্রাম, ৭-৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ বীরভূমের কাঁকরতলা থানার রসাগ্রাম, ১৯

শেষাংশ ৪ পাতায়

৩ পাতার শেষাংশ

সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল

ফেব্রুয়ারী ২০১৩ জয়নগর থানার প্রিয়র মোড়, ১৬ আগষ্ট ২০১৩ জীবনতলা থানার গাববুনিয়া গ্রাম। এই সবগুলি জায়গাতেই হিন্দুদের উপর ব্যাপক অত্যাচার হয়েছে, শত শত বাড়ি লুট ও অগ্নিসংযোগ হয়েছে, মহিলাদের উপর চরম অত্যাচার হয়েছে। মন্দির ভাঙা হয়েছে। এমনকি অনেক জায়গাতেই পুলিশ ও আর্মির গাড়ি মুসলিমরা জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাদের আক্রমণে বহু পুলিশ আহত হয়েছে। এইসব ঘটনাগুলো হয়ে যাওয়ার পরে 'situation is under control'। ঘটনাগুলি ঘটার সময় under control-এই ঘটেছিল কিনা—এ প্রশ্নের জবাব চাওয়ার অধিকার সর্বস্ব হারানো নিগৃহীত হিন্দুর নেই। তার অধিকার আছে শুধু চাপা স্বরে ডুকরে কাঁদার। জোরে কাঁদলেও ১৫৩। অর্থাৎ তুমি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চক্রান্তে অভিযুক্ত হবে।

তাই পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ অফিসাররা আজকে বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। উপরওয়ালাদেরকে situation under control বলতে বলতে এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে ধর্ষিতা হিন্দু রমণীকে ও সর্বস্ব লুট হয়ে যাওয়া হিন্দুকেও তাঁরা আশ্বাস দিয়ে বলেন, situation is under control।

এই ঘটনাগুলি ছিল সামূহিক আক্রমণ, হিন্দুদের সামূহিক ক্ষতি। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে প্রতিদিন ঘটছে শত শত ঘটনা, এক একজন হিন্দুর উপর আক্রমণ, সম্পত্তি দখল ও মেয়েদের ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি ও অপহরণ। এসব ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা তো পূর্ব নির্ধারিত। তাদেরকে ট্রেনিংয়েই শেখানো হয়েছে—পশ্চিমবঙ্গ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির তীর্থক্ষেত্র। এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বজায় রাখতে হবে—যে কোন মূল্যে। সেই বজায় রাখার প্রথম ও প্রধান ফর্মূলা হল, মুসলমানের দোষ দেখতে নেই। সে ক্রাইম করলেও পুলিশের দৃষ্টিতে তাকে ক্রিমিনাল হিসাবে দেখা যাবে না। কারণ সে হল মহান সংখ্যালঘু। সে হত্যাকারী, ধর্ষণকারী হলেও পুলিশ তাকে নেহাতই একজন ক্রিমিনাল ভাবার ভুল যেন না করে। সে যে একজন মহান সংখ্যালঘু—সেকথা যেন ভুলে না যায়। অতএব, হিন্দুকে মার খেতে হবে, তার সম্পত্তি লুট হবে, দখল হবে, তার মন্দির ভাঙা হবে, তার বাড়ির মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে। তবু সে প্রশাসনের কাছে প্রতিকার চাইতে পারবে না যদি অপরাধী সংখ্যালঘু হয়। ওই নিগৃহীত হিন্দুর সমর্থনে যদি বেশি সংখ্যায় হিন্দু এগিয়ে আসে, তাহলে প্রশাসন শান্তি বৈঠক ও শান্তি মিছিলের আয়োজন করবে, অপরাধীকে ধরবে না। শান্তি বৈঠকে আলোচনা হবে—এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কী করে রক্ষা করা যায়। সব দলের হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি নিয়ে এলাকার জন্য শান্তি কমিটি তৈরি হবে। হবে না শুধু অপরাধীকে ধরার কথা ও শাস্তি দেওয়ার কথা। নিগৃহীত (victim) হিন্দুকে সকল পুলিশ ও প্রশাসনিক (DM, SDO, BDO) অফিসাররা খুব ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন যে তার উপর অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার হওয়ার থেকেও অনেক বড় হল এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখা। সে কথা না বুঝেও তার উপায় নেই, কারণ এলাকার সব দলেরই নেতারা সেই কথাই বলছেন। সারা পশ্চিমবঙ্গের এই একই চিত্র।

সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী হিন্দুর উপর এইরকম ব্যক্তিগত সামূহিক আক্রমণ এবং প্রশাসনের এই নপুংসক ভূমিকা—নিশ্চিতভাবেই কোন একটা পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সেই পরিণতিটা আর যাই হোক, situation under control-এ যে থাকবে না সেকথা মাথামোটা কাপুরুষ পুলিশ ও প্রশাসনিক অধিকারীরা বুঝতে পারছেন না। তাই সাধারণ হিন্দুকে তা বুঝতে হবে এবং situation-কে নিজেদের control-এ আনার জন্য সর্বরকম প্রস্তুতি নিতে হবে।

রামনগরে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ

দরিদ্র মানুষদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেবার উদ্দেশ্যে গত ১৮ই আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার অন্তর্গত রামনগরে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। রামনগরের ঘোষপাড়ার মাঠে বেলা ১টার সময় এই অনুষ্ঠান হয়।

বস্ত্র বিতরণ করছেন সংহতির সভাপতি শ্রী তপন কুমার ঘোষ

রামনগরের বিভিন্ন পাড়া থেকে সাধারণ গরীব মানুষ বস্ত্র সংগ্রহ করবার জন্য ঘোষপাড়া মাঠে উপস্থিত হয়। সংহতি সভাপতি শ্রী তপন ঘোষের উপস্থিতিতে বস্ত্রদান অনুষ্ঠান কর্মসূচী শুরু হয়। প্রায় তিনশো জন নারী পুরুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। হিন্দু সংহতির বারুইপুর ইউনিটের প্রিয়ঙ্কর সাঁপুই, তপন মণ্ডল, সঞ্জয় ঘোষ, শঙ্কর প্রামাণিক, অরবিন্দ মণ্ডল, সনাতন মণ্ডল, জয়দেব নাইয়া আরও কয়েক জনের উপস্থিতিতে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে চালিত হয়।

জেলায় জেলায় হিন্দু সংহতির রাখীবন্ধন উৎসব

প্রতি বছরের মতো এবারও হিন্দু সংহতির উদ্যোগে জেলায় জেলায় রাখীবন্ধন উৎসব পালন করা হল। ভাইয়ের হাতে বোনের রাখী বাঁধার প্রচলন আমাদের দেশে বহু প্রাচীন প্রথা। কিন্তু আধুনিককালে বঙ্গভঙ্গের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের রাখীবন্ধন উৎসব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলার মানুষের মধ্যে সার্বিক মিলন সাধন ছিল কবিগুরুর উদ্দেশ্য। আজও কিছু বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি বঙ্গভঙ্গের নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে। সেই গভীর চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতেই হিন্দু সংহতির উদ্যোগে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করা হল। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপে সাধারণ মানুষের সাথে পুলিশ-প্রশাসন, সরকারী দপ্তর সর্বত্র রাখী বাঁধা হয়। হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, হুগলী সর্বত্রই বিপুল উদ্দীপনায় রাখীবন্ধন উৎসব পালন করা হয়। সাধারণ মানুষও সংহতির রাখী কর্মসূচীকে সাদরে গ্রহণ করেছে।

জেলে বসেও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আফতাব আনসারির

আলিপুর জেলে আফতাবের সেলে মোবাইল ফোনে কথাবার্তা নিয়ে প্রচারমাধ্যমে প্রকাশ হতেই জেল কর্তৃপক্ষ তার সেলে দুটি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো সত্ত্বেও সারা দেশের বিভিন্ন জঙ্গীদের ফোনে আড়ি পেতে গোয়েন্দাদের চক্ষু চড়কগাছ। বিভিন্ন রাজ্যের জঙ্গীদের ফোন কলের তথ্য হাতে পেয়ে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে যে তার ২৫ শতাংশ কল এসেছে কলকাতা থেকে, আর তা করেছে আফতাব আনসারি।

আমেরিকান সেন্টারে হামলায় অভিযুক্ত আফতাবের সঙ্গে ২০০০ সালেই দুবাইতে প্রথম পরিচয় হয় ইয়াসিন ভাটকলের। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আফতাব ধরা পড়লে জেহাদি কার্যকলাপ চালাবার দায়িত্ব এসে পড়ে আমির রেজা খান ও ভাটকলের হাতে। জেহাদি কাজে ভাটকলের দীক্ষাগুরু আফতাবই। ২০০৯ সালে ছদ্মনামে একটি চুরির মামলায় কলকাতা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে আলিপুর জেলে আসে ভাটকল। পুলিশ তাকে চিনতে না পারলেও শিষ্যকে চিনতে ভুল করেনি আফতাব। জেলেই গুরু-শিষ্যের মধ্যে চলতে থাকে শলাপরামর্শ। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই ভাটকল পুণেতে জার্মান বেকারীতে বিস্ফোরণ ঘটায়। সেই থেকে আফতাব জেলে বসেই মোবাইলের সাহায্যে জেহাদি কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

জেলের একটি সূত্রের খবর যে আফতাবকে জেলের বাইরে বা মধ্যে আর মোবাইলে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে না। তার সেলে তল্লাসি চালিয়ে কোনো মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়নি তবে তাকে সকালের দিকে প্রায়ই গামছার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেখা যায়। জানা গিয়েছে, এভাবেই পরের পর এস এম এস করে চলেছে সে। বর্তমানে তার স্মার্ট ফোন নিয়ে সে শুধু এস.এম.এস-ই করে। এখন প্রশ্ন কোথায় লুকিয়ে রাখে সে তার মোবাইল।

আলিপুর জেলকে অত্যাধুনিক করতে ১৪টি জ্যামার লাগানো হয়েছে। কিন্তু তার অধিকাংশই খারাপ। এরমধ্যে আফতাবের সেলের কাছে লনের পাশে পাঁচিলের গায়ে জ্যামারটিও আছে। কিন্তু আফতাবের স্মার্ট ফোন কোথায় আছে কেউ জানে না। আফতাবের এক ঘনিষ্ঠ কয়েদি জানিয়েছে যে তার হাতে একটি বিশেষ ঘড়ি এবং তার সাহায্যে সে লন্ডনে কারোর সঙ্গে কথা বলে।

ফোন যেখানেই থাকুক, আফতাবের জঙ্গি কার্যকলাপ বন্ধ নেই। জেলে বসেও সে তার ধর্মের জেহাদ পালন করে চলেছে। আর আশ্চর্যের বিষয় সব জেনেও আমাদের প্রশাসন কত অসহায়।

নিউ ইয়র্কে প্রত্যেক মসজিদে নজরদারি

নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের গোপন রিপোর্ট অনুসারে মসজিদকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরফলে এখন থেকে মসজিদের ইমামদের কার্যকলাপের উপর কড়া নজরদারি রাখবে। মসজিদকে সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর আখ্যা দেওয়ার অর্থই হল মসজিদে যে নামাজ পড়তে আসছে পুলিশ তার প্রতি নজর রাখতে পারে এবং তাকে প্রয়োজনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতেও পারে। ৯/১১ সন্ত্রাসবাদী হামলার পর থেকেই নিউ ইয়র্ক পুলিশ এ রকমের অনেকগুলি ইন্‌ভেস্টিগেশন সেল খুলে রেখেছে, সম্প্রতি গোপন তত্ত্বের ভিত্তিতে তা জানা গেছে। TEI (টেররিজিম এন্টারপ্রাইজ ইনভেস্টিগেশন) একটি শাখা যা ইসলামিক সেলগুলোর উপর সবসময়ে নজরদারি রাখছে। যদিও এখনও পর্যন্ত তারা মসজিদের উপর কোন অভিযান চালায়নি বা এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

NYPD কিছু অফিসার অত্যন্ত গোপনে মসজিগুলোর কার্যকলাপের উপর নজর রেখেছে। সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছে এবং এ বিষয়ে খুবই সতর্কভাবে তারা এগোতে চাইছে।

[সূত্রঃ Foxnews.com]

১ম পাতার শেষাংশ

রাজবাড়িতে মুসলিম তাণ্ডব

থান তৈরি করে তাকে পূজার আয়োজন করে। পরে এই পবিত্র জল কালীমন্দিরে পূজার কাজে ব্যবহার করা হয়। যখন থানে মহিলারা ফুল-বেলপাতা ও ধূপ জ্বালিয়ে পূজা করছিল তখন পার্শ্ববর্তী মুসলমান গ্রাম থেকে শতাধিক মুসলমান এসে তাদের উপর চড়াও হয়। লাথি মেরে সেই থান ভেঙে দিয়ে পূজার উপাচার সব ফেলে দেয়। মেয়েদেরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে ও মারধোর করে। এতে বেশ কয়েকজন মহিলা আহত হয়। পার্শ্ববর্তী মুসলমান গ্রামে সইফউদ্দিন গাজী (পিতা খোদাবক্স গাজী), কাদের বক্স গাজী (পিতা এলাইবক গাজী), নঈম মোল্লা (পিতা ইয়ার আলি মোল্লা), রফিকুল মোল্লা (কাশেম মোল্লা) এই আক্রমণে নেতৃত্ব দেয়। এরপর মুসলিমরা কমল বিশই (পিতা বেণীমাধব বিশই)-র দোতলা বসতবাড়ি ও বড় মুদির দোকান ও ভ্যারাইটি স্টোরে ব্যাপক ভাঙচুর করে ও লুটপাট চালায়। সইফউদ্দিন বৈদ্য (ওসমান বৈদ্য), তপসেল মোল্লা (মৃত মক্ত মোল্লা) কমল বিশই-র ভাই মিলন বিশই-র চায়ের দোকানও ভেঙে দেয়। কাজের সূত্রে এলাকার ছেলেরা বাইরে থাকায় মুসলমানদের এই আকস্মিক আক্রমণে হিন্দুরা কোন প্রতিরোধই করতে পারেনি। দুষ্কৃতিরা কমল বিশই-র বাড়ি থেকে ৬ ভরি সোনার গহনা, ৭০ হাজার টাকা নগদ সহ প্রায় ৫ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র লুট করে দুষ্কৃতিরা। দোকানের দুটো ফ্রিজ সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দেয় ও সমস্ত মালপত্র তছনছ করে দেয়।

সন্ধ্যার সময় সন্দেশখালি থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ অঞ্চলে এলে ঘর ফেরত হিন্দুরা তাদেরকে ঘিরে ধরে প্রতিবাদ জানায়। হিন্দুরা যখন বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল তখন মুসলমানরাও রাজবাড়ি বাজারে জড়ো হয়। এই সময়ে উভয়ের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়। পুলিশি প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তা থামানো সম্ভব হলেও পুলিশ হিন্দুদের ৯ জন ও মুসলমানদের ৯ জন মোট ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ উভয়পক্ষের বিরুদ্ধে কেস দায়ের করেছে (কেস নং ৩৭৭/৩১/৮, ধারা—১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৮৬, ৩৩২, ৩৫৩, ৫৭৯, ৪২৭, ২৯৫, ২৯৫এ, ২৯৮, আই.পি.সি. সি. আর৩৪৫৩/১৩)। আশ্চর্যের বিষয় মুসলমানরা পূজার থান ভাঙলো, দোকানবাড়ি লুটপাট করলো, তবু পুলিশ মুসলিম মন রাখতে উভয়পক্ষের গ্রেপ্তার হওয়া লোককে একই ধারায় অন্তর্ভুক্ত করল। মুসলিম তোষণের চূড়ান্ত নমুনা দেখে রাজবাড়ির হিন্দু আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

পরদিন সন্দেশখালি থানার সরবেড়িয়াতে একটি সেলুনে ঢুকে বিনা কারণে মুসলমানরা ভাঙচুর চালায়। ভোম্বল প্রামাণিক (পিতা মৃত সন্তোষ প্রামাণিক) ও তার তিন ছেলে বাপি, বাপ্পা ও বাবলুকে কপালে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে ব্যাপক মারধোর করে। দারুণভাবে আহত চারজনকেই স্থানীয় কৃষিচক্র স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ও র‍্যাফ এসে মুসলমানদের হটিয়ে দিতে গেলে তারা পুলিশ ও র‍্যাফের উপর চড়াও হয়। র‍্যাফের একটি গাড়ি ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে দুষ্কৃতিরা। এরপর পুলিশ ও র‍্যাফ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে মুসলিম দুষ্কৃতিদের হটিয়ে দেয়। উল্লেখ্য চারজন দুষ্কৃতিকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

গৃহবধূর উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বনগাঁয় মিছিল

১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস। তার মানে ভারতে সকল নর-নারী স্বাধীন ও সুরক্ষিত। কিন্তু গ্রামবাংলার সাধারণ নারীরা কতখানি সুরক্ষিত? গত ১৫ই আগস্ট, ২০১৩ খোদ স্বাধীনতা দিবসের রাতে উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত কমালাপুরের বাসিন্দা অসীমা মিস্ত্রী, স্বামীর নাম কমল মিস্ত্রী দুজনে খাওয়া দাওয়া করে ছেলেকে নিয়ে ঘুমোতে যায়। এদেরই প্রতিবেশী মহম্মদ লাল্টু মন্ডল (বাবার নাম সলিম মন্ডল) আচমকা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অসীমার ঘরের মধ্যে ঢুকে যায় এবং তার হাত ধরে টানাটানি করে ও শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। অসীমা চিৎকার করাতে তার স্বামী জেগে যায়। লাল্টু তখন পালাবার চেষ্টা করলে অসীমার স্বামী এবং কিছু প্রতিবেশী লাল্টুকে ধরে ফেলে এবং ঝাঁটাপেটা করে। তারপর ওকে থানায় তুলে দেওয়ার কথা হয় কিন্তু অসীমার স্বামী ভয় পেয়ে লাল্টুকে ছেড়ে দেয়। এই ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও ওকে উত্যক্ত করার চেষ্টা করেছে লাল্টু। লাল্টুর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য অসীমা এলাকার রাজনৈতিক নেতাদের কাছেও গিয়েছিল। কিন্তু তারা এর কোন সঠিক সুরাহা করতে পারেনি। তারপর সে স্থানীয় বনগাঁ থানায় F.I.R. করতে যায় কিন্তু পুলিস F.I.R. নিতে অস্বীকার করে ও একটি সাধারণ ডাইরী করে ছেড়ে দেয়, যার ডায়রী নং 1020/13। প্রশাসনের উপরে আস্থা হারিয়ে সে হিন্দু সংহতির সভাপতির কাছে একটি পুরো ঘটনার কথা জানিয়ে একটি চিঠি দেয় এবং যাতে গ্রামবাংলার মা বোনেরা সঠিক সম্মানের সাথে জীবনযাপন করতে পারে তার আবেদন করেন।

এই ঘটনার প্রতিবাদে গত ৯ই সেপ্টেম্বর হিন্দু সংহতির বনগাঁ শাখার পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। বিকাল ৪টার সময় মিছিলটি শুরু হয় বনগাঁ টাউন হলের সামনে থেকে। মতিগঞ্জ হয়ে রায়ব্রীজ বাটার মোড় যশোর রোড হয়ে ত্রিকোণ পার্কে এসে মিছিলটি প্রায় ৬টার সময় শেষ হয়। মিছিলটিতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় দেড়শো জন যুবক ও মা বোনেরা। মিছিল শেষে বনগাঁর হিন্দু সংহতির যুবক নেতা অজিত অধিকারী তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে গ্রামবাংলার সাধারণ মা-বোনেদের উপর যে অত্যাচার চলছে তা তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন যে, প্রতিনিয়ত পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে এইরকম অসংখ্য ঘটনা ঘটে চলেছে। এরজন্য যারা দায়ী তাদের বেশিরভাগই মুসলিম।

পুরো মিছিলটির নেতৃত্বে ছিলেন হিন্দু সংহতির যুব নেতা অজিত অধিকারী, সমীর মন্ডল, নিশিথ ঘোষ, অভিজিত দাস ও অন্যান্যরা

বাংলাদেশের ছায়া পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায়

গত ৩রা সেপ্টেম্বর দুপুর ১টা নাগাদ নদীয়া জেলার শান্তিপুরে সূত্রাগড়পুর গ্রামে হিন্দু সংহতিকর্মী দিলীপ মাহাতোর বাড়ি থেকে ফকিরপাড়ার দুইজন মুসলিম যুবক দিলীপবাবুর একটি পাঁঠা জোর করে তুলে নিয়ে যায়। দিলীপবাবু তখন অন্যান্য সংহতি কর্মীদের খররটা দিলে তারা সমবেতভাবে ফকিরপাড়ার মুসলিমদের কাছে পাঁঠাটি ফেরত চায়। শেষ পর্যন্ত সংহতি কর্মীদের প্রবল চাপে মুসলিমরা তিনদিন পর সেই পাঁঠাটি ফেরত দেয়।

৫ই সেপ্টেম্বর শান্তিপুর বড়বাজার-এর বেজপাড়ার বাসিন্দা সুবল মাহাতোর বাড়ির গোয়ালঘর থেকে রাত দুটোর সময় দুটো গরু চুরি করে গাংপাড়ার মুসলমানরা নিয়ে যায়। রাস্তায় আগে থেকেই একটা ছোটো ম্যাটাডোর গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। দুষ্কৃতিদের লক্ষ্য ছিল, ঐ গাড়ি করে গরুগুলোকে পাচার করা। কিন্তু শব্দ পেয়ে সুবলবাবু জেগে ওঠেন এবং চিৎকার করে আশেপাশের লোক জড়ো করেন। সকলে মিলে তাড়া করলে চোর গুরুগুলোকে ফেলে পালিয়ে যায়।

৫-ই সেপ্টেম্বর শান্তিপুরের হাটখোলা পাড়ায় কমলেশ মাহাতোর বাড়ি থেকে রাত ১টা নাগাদ গ্যাংপাড়ার কিছু মুসলিম তার মোটর সাইকেল-এর তালা ভেঙে চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু তালা ভাঙার শব্দে মাহাতো পরিবার জেগে চিৎকার-চেঁচামেচি করলে আশেপাশের হিন্দুরা একজোট হয়ে তাদের তাড়া করে। দুষ্কৃতিরা তখন শান্তিপুর কালীতলার কাছে একটি মোটর সাইকেল ফেলে পালায়। পুলিশের কাছে একটা ডাইরী করা হয়েছে।

আসানসোলে নিঘা'র ঘটনায় অভিযুক্ত দুই হিন্দু যুবকের জামিন করালো হিন্দু সংহতি

কিছুদিন আগে আসানসোল সংলগ্ন নিঘা এলাকায় একটি হিন্দু বিয়েবাড়িতে শ্রীপুরের মুসলমান দুষ্কৃতিরা হঠাৎ আক্রমণ করে ঐ পরিবারের লোকজনকে মারধোর করে এবং জিনিসপত্র লুঠ করার সাথে সাথে মহিলাদের শ্লীলতাহানিও করে। স্থানীয় হিন্দু যুবকেরা প্রতিরোধ করলে উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে এবং পুলিশের হস্তক্ষেপে মুসলমান দুষ্কৃতিরা ঘটনাস্থল থেকে চলে যায়। মুসলমানদের এই অন্যায়ের প্রতিবাদে স্থানীয় হিন্দুরা থানা ঘেরাও করে এবং দোষীদের শাস্তি দাবী করে একটি ডায়েরী করে। তথাকথিত নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য সেক্যুলার পুলিশ মুসলিম দুষ্কৃতিদের পাশাপাশি ৭ জন হিন্দু যুবকের নামেও কেস ফাইল করে। তারপরেই পুলিশ এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা এই সাতজন হিন্দু যুবককে মুসলমানদের সাথে বসে মিটমাট করে নেবার জন্য প্রবল চাপ দিতে থাকে। কিন্তু ওই ৭ জন এবং স্থানীয় হিন্দুরা কোনভাবেই রাজি হয় না। হিন্দু সংহতির এক প্রতিনিধি দল স্থানীয় হিন্দুদের সাথে দেখা করে এবং তাদের এই লড়াইয়ে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। গত সোমবার হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে আসানসোল আদালতে দুই জন যুবকের জামিন করানো হয়।

তালতলা অগ্রণী সংঘে পালিত হল জন্মাষ্টমী

২৮শে আগস্ট কলকাতার তালতলা অগ্রণী সংঘ ক্লাবে মহাসমারোহে পালিত হল শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান। ক্লাব সদস্য এবং স্থানীয় হিন্দু নাগরিক পরিপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় বক্তাদের সাথে সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন এবং উপদেশের প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ করেন হিন্দু সংহতির সদস্য শ্রী দেবতনু ভট্টাচার্য। তার বক্তব্যে তিনি অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের আপসহীন সংগ্রামের দিকটি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পুতনা, কংস, শিশুপাল বধ থেকে শুরু করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, সবক্ষেত্রেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের একটাই শিক্ষা দিয়েছেন যে বুদ্ধি এবং কৌশলের সাথে সাথে শক্তি প্রয়োগ ছাড়া দুষ্কৃতিদের দমন করা অসম্ভব। আজকে হিন্দু অস্তিত্ব সংকটে। বাংলার হিন্দুদের পক্ষে মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বাংলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার জেহাদী চক্রান্ত আবার হিন্দুকে উদ্বাস্তু হবার পথে এনে দাঁড় করিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত রাজনৈতিক পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে হিন্দুর সামাজিক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে এবং সাহস ও শক্তির মাধ্যমে এই জেহাদী আগ্রাসনের বিষদাঁত ভেঙে দিতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিদের বিনাশের মাধ্যমে ধর্মস্থাপন করার জন্য তাঁর বারবার আবির্ভূত হবার কথা বলেছেন। আমাদের সামনে আমাদের কর্তব্য স্পষ্ট তাঁর এই বক্তব্যেই। তাঁর জন্মদিনে এই কর্তব্য পালন করার সংকল্পই আমাদের নিতে হবে।

সোনডাঙায় সুনীল পালের একক সংগ্রাম

নদিয়া জেলার শান্তিপুরের কাছে একটি গ্রাম সোনডাঙা। এই গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক আপোষহীন লড়াইয়ের কাহিনী। মুসলমান পরিবেষ্টিত একমাত্র হিন্দু পরিবারের কর্তা শ্রী সুনীল কুমার পাল, যার দাপটের কাছে বারবার হার মেনেছে সরকারী মদতপুষ্ট মুসলিম আগ্রাসন, তাঁর এই লড়াইয়ের কাহিনী বাংলার হিন্দুর কাছে শুধু উদাহরণ নয়, প্রেরণার উৎসও বটে। ১৯৫০ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে সোনডাঙায় এসে বসতি স্থাপন করেন। তৎকালীন মুসলিম বিহীন সোনডাঙা এখন মুসলিম পরিপূর্ণ। সুনীল বাবুর মেজভাই নিশীথ পাল ছিলেন বেলপুকুর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক, সি.পি.আই.(এম)-এর একনিষ্ঠ কর্মী। পার্টির মুসলিম তোষণের প্রতিবাদে ছাড়লেন পার্টি। বদলা নিতে মুসলিম গুণ্ডাদের লেলিয়ে দিল সি.পি.আই.(এম), খুন হলেন সমাজদরদী নিশীথ পাল। লাশ খুঁজে পাওয়া গেল না আর। এরপর সি পি এমের মদতে তাঁর তিন বিঘা জমির বসতবাড়ির বাগানে কিছু মুসলমান জোর করে ঘর বানিয়ে বসে গেল। এতটা পর্যন্ত ঘটনা আমাদের কাছে অতি পরিচিত ও সাধারণ। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ২৯শে আগস্টের এই ঘটনার পরবর্তী অধ্যায় মোটেই সাধারণ নয়। স্বৈরাচারী সি.পি.এম.-এর রাজত্বে তাদের সঙ্গে আপোষ করলেন না প্রবাসী সুনীলবাবু। ভাইয়ের খুনীদের শাস্তির জন্য লড়াইয়ের পাশাপাশি ভাইয়ের সমাজসেবার আদর্শে ব্রতী হয়ে শুরু করলেন বিভিন্ন সেবামূলক কাজ, যা আজও অব্যাহত। এই কাজে আজ তাঁর যোগ্য সাথী লন্ডন নিবাসী কন্যা সঞ্জু। তাঁদের এই প্রয়াস স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য মুসলিম অত্যাচার আজও অব্যাহত। কিন্তু সুনীলবাবুর অদম্য সাহস এবং লড়াকু মানসিকতার কাছে বার বার হার মানা ছাড়া মুসলিমদের প্রাপ্তি আর কিছু নেই। গত ২৯শে আগষ্ট ২০১৩ হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষের নেতৃত্বে সংহতির কর্মীরা স্বর্গীয় নিশীথ পালের স্মরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় শ্রী তপন ঘোষ বলেন যে, হিন্দু সংহতি সুনীল বাবুদের মতো সংগ্রামীদের পাশে সর্বদা আছে এবং বাংলার গ্রামে গ্রামে সুনীল পালেদের মতো সাহসী লোকদের সঙ্গে নিয়ে জেহাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সংকল্পবদ্ধ।

যাদবপুরের বুকে এবার তাঁবুতেও মসজিদ

কলকাতার উপকণ্ঠে খোদ যাদবপুরের বুকে হাসপাতালের ভিতরে অস্থায়ী তাঁবু মসজিদ নির্মাণ করে রমজানের ও ঈদের নামাজ পড়ল মুসলমানেরা।

যাদবপুরের KPC হাসপাতালের (এটি পূর্বে K S Roy TB হাসপাতাল রূপে পরিচিত ছিল) ভিতর এক তাঁবু মসজিদ নির্মাণ করে পুরো রমজান মাস ধরে নামাজ পড়ল মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা। KPC মেডিকেল কলেজ সকলের কাছেই অতি পরিচিত এক চিকিৎসা শিক্ষাকেন্দ্র। বেশ কয়েক দশক ধরে এই অঞ্চলে মুসলমানদের কোন বসতি নেই, ফলতঃ এখানে নেই কোন মসজিদ বা মাজার। এ বছর কিছু মুসলমান জোর করে হাসপাতাল চত্বরে তাঁবু মসজিদ তৈরি করে নামাজ পড়া শুরু করেছে। এরজন্য তারা হাসপাতাল বা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে কোন অনুমতিও প্রার্থনা করেনি। তারা শুধু সেখানে নামাজই পড়ে না, হাসপাতালের মধ্যে মসজিদ নির্মাণের জন্য একটি পাথরের ফলকও তারা বসিয়েছে। এই নিয়ে আলিপুর কোর্টে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তথাকথিত তাঁবু মসজিদ কর্তৃপক্ষের মামলা চলছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল টি.এম.সি বা সি.পি.এম ভোটব্যাঙ্কের লোভে মুসলমানদের এই অনৈতিক কাজে কোন বাধা তো দেয়নি, উল্টে তাদের অধিকার রক্ষার জন্য গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যত যে কি হতে চলেছে তা মুসলিম আগ্রাসন ও রাজনৈতিক দলগুলোর মুসলিম তোষণের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার।

সভা ফেরত হিন্দু সংহতি কর্মী আক্রান্ত সরবেড়িয়ায়

দিদির সাথে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালের পথে আক্রান্ত দীপেন মণ্ডল

১৬ই আগস্ট কলকাতার গোপাল মুখার্জীর স্মরণ সভা ফেরত হিন্দু সংহতির গাববুনিয়া অঞ্চলের কর্মীদের উপর সরবেড়িয়ায় হামলা চালালো মুসলিম দুষ্কৃতিরা। সাজাহান শেখ, সাজাহান গাজী, আনসার গাজী সহ মুসলিম দুষ্কৃতিরা আগে থেকেই হামলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। গাববুনিয়ার কর্মীরা যখন গাড়ি করে ফিরছিল তখন সরবেড়িয়ার কাছে দুষ্কৃতিরা অতর্কিতে সংহতি কর্মীদের গাড়ি আক্রমণ করে। লাঠি, লোহার রড, ছুরি, তলোয়ার এমন কি আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল দুষ্কৃতিদের কাছে। মুসলিমরা গাড়ি থেকে নামিয়ে সংহতি কর্মীদের মারধোর করতে থাকে। অতর্কিত এই আক্রমণে সংহতি কর্মীরা হকচকিয়ে যায়। কিন্তু প্রাথমিক মারের ধাক্কা কাটিয়ে তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এরপর কোনক্রমে তারা বাড়ি ফিরে আসে এবং গ্রামবাসীদের কাছে সমস্ত কথা খুলে বলে। মুসলিমদের এই অন্যায় আক্রমণের প্রতিবাদে গ্রামের সাধারণ মানুষ পথে নেমে আসে। তারা যখন পথ অবরোধ করেছিল তখন পুনরায় উপরিউক্ত দুষ্কৃতিদের নেতৃত্বে প্রায় ২০০-২৫০ মুসলিম যুবক হিন্দু গ্রামবাসীদের উপর হামলা চালায়।

এরপর মুসলিম দুষ্কৃতিরা ৫টা-৫.৩০টা নাগাদ গাববুনিয়া মহরিঘেরি গ্রাম আক্রমণ করে। ঘটনার শিকার গোরা নস্করের কথায় তরোয়াল, লোহার রড, ছুরি বন্দুক বোমা নিয়ে মুসলিমরা গ্রাম আক্রমণ করে। তারা মুসলমান জিন্দাবাদ ও হিন্দু মুর্দাবাদ বলে চিৎকার করছিল। এই দেখে গোরা নস্কর ভয়ে বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু দুষ্কৃতিরা বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। যার আনুমানিক ক্ষতি সত্তর আশি হাজার টাকা। এছাড়াও গ্রামের আরও ২২-২৩টি বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায় দুষ্কৃতিরা যার মধ্যে সুকুমার নস্কর, হরেন রায়, পুলিন নস্কর, কোমল মন্ডল, মেঘনাদ মন্ডল, শচীরানি রায়, কাঞ্চন হালদার, ভীম রায় এবং আরো অনেকের বাড়ি রয়েছে। এর ক্ষতির পরিমাণ ৮ -১০ লক্ষ টাকা। সুদাম নস্কর নামে এক ব্যক্তির কথায়, দুষ্কৃতিদের বোমা, ছোরা, বন্দুক নিয়ে ছুটে আসতে দেখে আমি আমার স্ত্রী, দুই ছেলে ও পুত্রবধূকে নিয়ে পালাতে থাকি। আমাদের পালাতে দেখে দুষ্কৃতিরা বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমাদের পিছনে তাড়া করে। আলি আকবর শেখ নামক এক দুষ্কৃতি আমার ছেলে তাপস নস্করকে প্রাণে মেরে ফেলতে বন্দুক থেকে গুলি চালায়। গুলি তাপসের পায়ে লাগলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর দুষ্কৃতিরা আমাদের উপর চড়াও হয়। আমাকে, আমার স্ত্রী ও পুত্রবধূকে প্রচণ্ড মারধোর করে এবং পুত্রবধূর শ্লীলতাহানি করে। আমাদের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে জোর করে মুসলমান জিন্দাবাদ ও হিন্দু মুর্দাবাদ বলতে বাধ্য করায়।

শিবপদ মণ্ডল জানায়, সে যখন জীবনতলা থানার অন্তর্গত পুরাতন সরবেড়িয়া আশ্রম মোড়ের দোকানে বাজার করছিল তখন দুষ্কৃতিরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তার উপর চড়াও হয়। কুৎসিত ভাষায় তাকে গালি দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করে ছেলে সত্যজিৎ কোথায় আছে? শিবপদবাবু ভীত হয়ে বলেন, তার ছেলে কলকাতায় এক স্মরণ সভায় গেছে। তখন তারা বলে, তোর ছেলেকে মেরে ফেলবো। এই বলে দুষ্কৃতিরা তাকে প্রচণ্ড মারধোর করতে থাকে এবং মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষেপ করলে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় ও তিনি বেঁচে যান। এরপর পুলিশ এসে শিবপদবাবুকে দুষ্কৃতিদের হাত থেকে বাঁচায়।

হাসপাতালের বেডে আহত তাপস নস্কর

গাববুনিয়া গ্রামের সুলতা ঘোষের অভিজ্ঞতা আরও ভয়ঙ্কর। দুষ্কৃতিদের বোমা ছুরি বন্দুক নিয়ে গ্রামে ঢুকতে দেখে তিনি ভাই দীপেন মণ্ডল ও মা প্রমীলা মণ্ডলকে নিয়ে গ্রামেরই শচীরানি রায়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। কিন্তু দুষ্কৃতিরা জোর করে শচীরানি রায়ের বাড়িতে ঢুকে সুলতাদেবী ও তার মা-ভাইকে চুলের মুঠি ধরে বাইরে এনে প্রচণ্ড মারতে থাকে। সুলতা ঘোষকে দুষ্কৃতিরা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র করে দেয় এবং তার ভাইকে ছুরি দিয়ে আঘাত করলে সে গুরুতর আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এদেরকেও গলায় ছুরি ধরে মুসলমান জিন্দাবাদ ও হিন্দু মুর্দাবাদ বলতে বাধ্য করায় দুষ্কৃতি। এইভাবে প্রায় ঘণ্টখানেক পৈশাচিক তাণ্ডব চালিয়ে দুষ্কৃতিরা ফিরে যায়।

গাববুনিয়ার মুসলিম তাণ্ডবের খবর ছড়িয়ে পড়লে সেদিনই সরবেড়িয়াতে সাধারণ হিন্দু পথ অবরোধ করে। পরদিন রাজবাড়িতেও এই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করা হয়। এই ঘটনায় মোট চল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যার মধ্যে এগারোজন হিন্দু আছে। মুসলিম সন্তুষ্টির জন্য এই এগারো জন হিন্দুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে বলে এলাকাবাসীর ধারণা।

প্রতিরোধে পিছু হটলো দুষ্কৃতি

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মন্দিরবাজার থানার অন্তর্গত হিন্দুদের গ্রামে বিভিন্ন সময়ে মুসলমানদের অত্যাচার হিন্দু সংহতির মুখপত্র 'স্বদেশ সংহতি সংবাদ'-এ বারে বারে উঠে এসেছে। এরমধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলের খবর একাধিক ছিল। যেমন টি.এম.সি.-র উপপ্রধান বিচিত্র সর্দারকে মারধোরের ঘটনা এবং কল্যাণপুরে হিন্দু গ্রাম আক্রমণ। মসজিদের মাইক থেকে মুসলমানদের অস্ত্র নিয়ে একত্রিত হতে বলা হিন্দুদের উপর আক্রমণ করার জন্য। এছাড়া বল্লদেবপুরে হিন্দুদের গ্রাম থেকে চাষের জল দেওয়া পাম্প সেট চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়লে হিন্দুরা চোরটিকে দু-চার ঘা মেরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। চোরটি মুসলিম হওয়ায় তাদের সম্প্রদায়ের লোকজন চোরটির পক্ষ নিয়ে হিন্দুদের আক্রমণ করে। মুসলিম প্রধান নিজে গিয়ে মন্দিরবাজার থানা থেকে চোরটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।

এতগুলো খারাপ খবরের সাথে সাথে গত ২২শে আগস্ট, বৃহস্পতিবার দুপুর ২-৩০ মিনিট নাগাদ বংশীধরপুর হালদারপাড়ার চারজন মুসলিম যুবক কানিয়া নামক হিন্দু গ্রামে বাতাবি লেবু চুরি করতে এসে শক্ত প্রতিরোধের মুখে পড়ে। এলাকার দুই হিন্দু যুবক প্রতাপ নস্কর (২৪ বছর) ও তরুণ নস্কর (১০ বছর) ঐ চারজন চোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলে ও মারধোর করে তাদের ছেড়ে দেয়। পরে বিকাল ৪-৩০টের সময় ঐ গ্রাম থেকে ২০-২৫ জন মুসলিম যুবক এসে প্রতাপ নস্করের বাবা মিলন নস্করের (৫০ বছর) জামার কলার চেপে ধরে তার ছেলে কোথায় জিজ্ঞাসা করতে থাকে। খবর পেয়ে প্রতাপ একটা কুড়ুল নিয়ে তেড়ে এলে মুসলমানেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। প্রতাপের এই দুর্দান্ত সাহসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এখন গ্রামের সকলে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

পাশের গ্রাম মুলদীয়া হালদার পাড়ার হিন্দু সংহতির কর্মীদের সঙ্গে প্রতাপ যোগাযোগ করলে, সংহতি কর্মীরা তারে পাশে থাকার ও সাহায্যের সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেয়। অঞ্চলে বেশ কয়েকবার মুসলমানদের কাছে মার খাওয়ার পর প্রতাপ নস্করের জয় হিন্দুদের মনোবলকে বাড়িয়ে তুলেছে।

বাগনানে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে পালিত হল জন্মাষ্টমী

প্রতি বছরের মত এবারেও হাওড়া জেলার বাগনানে হিন্দু সংহতির উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী মহাসমারোহে পালিত হল শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। ২৮শে আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণ পূজার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বর্ষণ মুখর এই দিনে সমস্ত প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে স্থানীয় হিন্দুরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ২৯শে আগষ্ট পরম্পরা অনুযায়ী জনসাধারণকে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শেষদিন ৩০ আগস্ট সন্ধ্যায় হিন্দু যুবকদের বিশাল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন সংহতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ, সহ সভাপতি শ্রী বিকর্ণ নস্কর এবং সংহতির অন্যতম সদস্য শ্রী সুনীল মুন্সী। শোভাযাত্রার শুরুতে শ্রী তপন ঘোষ তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে স্থানীয় কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করেন।

তিনি তার বক্তব্যে বলেন, শ্রীকৃষ্ণের কর্মজীবন থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। শুধুমাত্র মাখন চুরি বা গোপিনীদের বস্ত্র চুরি এইসবের মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাখ্যা করলে চলবে না।

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।/ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

হিন্দু সংহতি-র পক্ষ থেকে সকল কর্মী-সমর্থক ও জাতীয়তাবাদী মানুষকে জানাই

শুভ দুর্গোৎসবের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012